يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদের সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।”

সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৬

كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ

“তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকেই আপন দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের ওপর দায়িত্বশীল, সে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানসন্ততির ওপর দায়িত্বশীল, সে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।”

বুখারি, ২৫৫৪

উৎসর্গ

উম্মাহর অনন্য সে প্রজন্মের উদ্দেশ্যে যারা পৃথিবীকে ইসলামের ন্যায়পরায়ণতায় ঢেকে দিয়েছিলেন, আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করে জাহিলিয়াতের অভিশাপ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করেছিলেন, যারা নবিজি ﷺ-এর পবিত্র আমানত পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন।

এবং তাদের অনুসারী নতুন প্রজন্মের অপেক্ষায়...

বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা .....

কৈফিয়ত .....

প্রথম অধ্যায় : আপনার দায়িত্ব কি শুধুই সন্তানকে বড়ো করে তোলা? .....

শুরুর কথা .....

তারবিয়াত কী? সন্তানদের গড়ে তোলার অর্থই-বা কী? .....

শিক্ষাব্যবস্থা কি তারবিয়াতের এই উদ্দেশ্যগুলো
বাস্তবায়ন করতে সক্ষম? .....

আপনার কথামতো তা হলে তো
প্রত্যেক মায়েরই উচ্চশিক্ষিতা বা আলিমা হতে হবে? ....

আপনি তো দেখি তারবিয়াতের সকল বোঝা
নারীর ওপরই চাপিয়ে দিলেন! ...

তারবিয়াতের অনেক বিষয় তো আমি নিজেই ধারণ করতে পারিনি! .....

তারবিয়াতের এই বিষয়টি কি আরেকটু সহজ হতে পারত না? .....

এখন সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়েই আমার শংকা হচ্ছে! .....

সন্তানদের গড়ে তুলতে গিয়ে সবচেয়ে ভয়ংকর যে ব্যাপারটি ঘটে .....

ভয়ংকর ঘুষ! .....

মাত্রাতিরিক্ত যত্ন ও বিরক্তিকর মমতা! .....

যদি আমি ব্যর্থ হই? .....

সবসময় স্বামী আর সন্তানের মাঝে
নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার মানসিকতা আমার নেই! .....

দ্বিতীয় অধ্যায় : সন্তান অসুস্থ হলে পিতা-মাতার করণীয় .....

বিষয়টির গুরুত্ব .....

অসুস্থ সন্তান : কেমন হবে আমাদের আচরণ? .....

যে মূল্যবোধগুলো সন্তানের হৃদয়ে গেঁথে দেবো .....

এই মূল্যবোধগুলো কীভাবে তাদের হৃদয়ে বসাবো? .....

১. প্র্যাকটিক্যাল বা প্রায়োগিক শিক্ষার মাধ্যমে .....

২. গল্প বলার মাধ্যমে .....

গল্প কীভাবে তৈরি করবেন? .....

৩. কুরআনের সাথে তাদের সম্পৃক্ত করে তোলার মাধ্যমে ....

৪. তাদের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করার মাধ্যমে .....

সন্তানের কষ্টে নিজেকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করব? .....

১. অন্তরকে আখিরাতমুখী করা .....

২. নবিজি ﷺ-এর কথা ভেবে সান্তনা .....

৩. নতুন অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়া এবং
বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেওয়া .....

৪. আরও কঠিন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা .....

সন্তান প্রতিপালন আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে বাধা! .....

অসুস্থ সন্তানকে কীভাবে প্রবোধ দেবো? .....

১. নিজে তাদের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও
আদর্শ হিসেবে উপস্থিত হওয়া .....

২. মনে রাখবেন, আল্লাহ আপনার সন্তানের প্রতি
আপনার চাইতেও অধিক দয়ালু .....

৩. সন্তানের সাথে মজবুত সম্পর্ক গড়ে তোলা .....

৪. তাদের মতো অন্যান্য শিশুদের
কষ্ট ও যন্ত্রণার কথা তাদেরকে শোনানো .....

৫. তার চিকিৎসায় সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালানো .....

৬. তাকে উপকারী কাজে ব্যস্ত রাখা .....

৭. সন্তানকে বুঝতে দিন, সে এখনো কাজ করতে সক্ষম .....

৮. সন্তানকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে তুলুন .....

অসুস্থ সন্তানের সাথে আচরণগত কিছু ত্রুটি .....

তৃতীয় অধ্যায় : প্যারেন্টিংসংক্রান্ত কতিপয় নির্বাচিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতা .....

ফিতরাত! .....

চিৎকার-চেঁচামেচি .....

বাবা, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসো তো! .....

কিন্তু আমি ব্যস্ত! .....

একটি সুন্দর স্মৃতি .....

আমাদের সন্তানদের যেভাবে কেড়ে নেওয়া হয় .....

যা চাও নাও, তারপর কেটে পড়ো! .....

লজ্জা এক দিনেই তৈরি হয় না .....

কন্যার কবরের সামনে শাইখের দেওয়া আবেগঘন নাসীহা .....

কুরআনকে তাদের নিকট প্রিয় করে তুলুন .....

কীভাবে বলি যে, আমার সন্তান শিক্ষিত! .....

তারবিয়াতকেন্দ্রিক ত্রিপাক্ষিক ভুল .....

পচন যখন মূলে! .....

এই পরিবারই আপনার ক্যারিয়ার .....
কর্মবিরোধী প্রার্থনা .....
বয়ঃসন্ধি .....
চাঁদের দিকে লাফ! .....
একটি বালকের গল্প .....
আমার মেয়ের রোজনামচা .....
সুখী ও রাগী .....
আদর .....
প্রভাব! .....
পূর্ণাঙ্গ পুরুষ .....
বাদানুবাদ .....
কন্যা যদি আপনার চোখে আল্লাহর সম্মান দেখতে পেত! .....
তাদের বুঝতে দিন, আপনি তাদের প্রতি যত্নশীল .....
সন্তানদের থেকে অমনোযোগী হবেন না .....
বাবা, সবাই তখন আমাকে পণ্ডিত বলে ডাকবে! .....
মাপকাঠি .....
বাবা, তুমি আমাকে দ্বীনের ব্যাপারে বিতৃষ্ণ করে ফেলছ .....
বাবা, সাওম পালন করতে আমার ভালো লাগে না .....
আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামে ফেলে দেবেন! .....
আল্লাহর আদেশে নাক গলানো! .....
শিশু মনের কুরআনি জিজ্ঞাসা .....
সন্তান বিপথগামী হলে করণীয় .....
সন্তানদের ধৈর্য ও দৃঢ়তা শিক্ষা দিন .....
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে আমাদের একটি বার্তা .....
হতাশার কোনো সুযোগ নেই .....

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীনের, যিনি এই উম্মাহকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং সেই সাথে বাতলে দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথ। সালাত ও সালামের অবারিত বর্ষণে সিক্ত হোন প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ﷺ। যিনি মুমিনদের জন্য জীবন্ত আদর্শ হয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, সাহাবায়ে কেরামের উজ্জ্বল প্রজন্ম তৈরি করে যিনি আমাদের হাতেকলমে সন্তান প্রতিপালনের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

সন্তান প্রতিপালনের প্রতি গুরুত্বহীনতার ব্যাধি আজ সমাজ জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেও এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব একবাক্যে সকলেই স্বীকার করতে প্রস্তুত। এমনকি ওহির জ্ঞানশূন্য পশ্চিমা পশুসভ্যতায় পর্যন্ত এই বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। ক্যারিয়ার ও ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে সন্তান প্রতিপালনের এই সুমহান দায়িত্ব থেকে যারা সরে আসতে চান তাদের মনে রাখা উচিত, বিশ্বজয় করে এসে ইসলামের প্রথম যুগের সোনার মানুষেরা সঠিক পরিচর্যা ও দীক্ষার মাধ্যমে তাদের সন্তানদের এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে, খোদ নুবুওয়াতি কণ্ঠে সেসব প্রজন্মের উদ্দেশ্যে সপ্রশংস বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল। এমনকি নবি ﷺ ইসলামের বুঝকে তাদের বুঝের সাথে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিলেন!

ড. ইয়াদ কুনাইবি (হাফিজাহুল্লাহ) সে পথেরই একজন সচেতন যাত্রী, যে পথে হেঁটেছেন উম্মাহর সোনালি মানুষেরা। যিনি পশ্চিমা সভ্যতার ভয়াবহ প্রভাব ও আগ্রাসনের সামনে অসহায় হয়ে আত্মসমর্পণ করেননি; বরং দৃঢ়ভাবে সন্তানদের হাত আঁকড়ে ধরে ইসলামের স্বচ্ছ শিক্ষার ওপর তাদের গড়ে তুলেছেন। যিনি সন্তান প্রতিপালনের বিষয়টিকে জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্যে পরিণত করেছেন। তার বড়ো

কন্যা সারাহ ﵂-কে অকল্পনীয় এক সুন্দর মৃত্যু উপহার দিয়ে মহান আল্লাহ যেন পৃথিবীবাসীকে দীক্ষার ক্ষেত্রে শাইখের একনিষ্ঠতা ও সফলতার কথা জানিয়ে দিলেন।

বক্ষ্যমাণ এই গ্রন্থটি শাইখ কুনাইবির মোড়কাবদ্ধ কোনো বইয়ের অনুবাদ নয়। আমরা বরং এখানে প্যারেন্টিংসংক্রান্ত তার সমস্ত কাজ একত্র করেছি। এ-সংক্রান্ত তার দুইটি দীর্ঘ লেকচার এবং ছোটোবড়ো প্রায় ৩৯টি রচনা এখানে স্থান পেয়েছে। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি, তার কোনো কাজ যেন আড়ালে থেকে না যায়। তাই একপ্রকার আত্মবিশ্বাসেরই সাথে বলা যায়, এ যাবৎ প্রকাশিত এ-সংক্রান্ত তার কোনো লেখা বাদ পড়েনি, আলহামদুলিল্লাহ।

অনুবাদের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য সহজতার চেষ্টা চালানো হয়েছে, বাকিটুকু মহান আল্লাহর ওপর। আশা রাখি, অনিচ্ছাকৃত ভুলের ক্ষেত্রে তিনি আমাদের পাকড়াও করবেন না। কুরআনের আয়াত ও হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কিছু অনুবাদগ্রন্থের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে আর প্রয়োজনীয় সব স্থানে টীকা সংযুক্ত করা হয়েছে। সরাসরি ভিডিয়ো লেকচার থেকে অনুবাদের সময় অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোকে বাদ দেওয়া হয়েছে। শত প্রচেষ্টার পরও মানবীয় গুণ হিসেবে ভুল থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। পাঠকের প্রতি অনুরোধ থাকবে, ভুল চোখে পড়লে সাথে সাথে আমাদের অবহিত করবেন। ইন শা আল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেওয়া হবে।

বইটিতে বেশ কিছু ভাই শ্রম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককেই উত্তম প্রতিদান দিন। আমাদের সে প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা উম্মাহর কালো অধ্যায়কে মর্যাদার আলোতে দীপ্তিমান করবে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যারাআল্লাহর দাসত্ব বাস্তবায়ন করবে, আমীন।

আরশাদ আনসারী
imarshadansary@gmail.com

কৈফিয়ত

যারা আমার লেখা প্রবন্ধ ও ভিডিয়ো-বার্তা প্রতিনিয়ত পড়েন এবং দেখেন কৈফিয়তস্বরূপ তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলে রাখা প্রয়োজন। যাতে ভারমুক্ত হয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারি।

প্রিয় ভাইয়েরা, এই ধারণা করতে যাবেন না যে, আমি তারবিয়াতের কোনো ডিগ্রীধারী প্রফেসর। আমি বরং সন্তানদের দীক্ষা দেওয়ার এই পথের একজন পথিক মাত্র। কখনো হোঁচট খাই তো আবার উঠে দাঁড়াই, কখনো ব্যর্থ হই তো আবার সফল হই। তবে আমি এই পথে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করেছি। সন্তানের সঠিক দীক্ষার বিষয়টি আমি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখি।

এই কথাগুলো নিছক বিনয় থেকে বলছি না। বলছি তার কারণ দুটো :

এক. মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ أَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿١٨٨﴾

> "যারা নিজেদের কর্মের ওপর আনন্দিত হয় এবং না-করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে—আপনি কখনো এরূপ মনে করবেন না। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।"[১]

তাই যা করিনি সেসব কাজে প্রশংসিত হওয়ার ইচ্ছা আমার মোটেও নেই, যে

[১] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৮৮।

পোশাক আমার জন্য বেঢপ তা পরিধানের সামান্যতম আগ্রহও রাখি না। আমি যা নিজেকে কেবল সেটুকুই প্রকাশ করার ইচ্ছা রাখি।

আমার মেয়ের—আল্লাহ তাকে রহম করুন—সুন্দর পরিসমাপ্তির পর অনেকেই এই কথা বলেছিলেন যে, এটি তার সঠিক তারবিয়াতেরই ফল। সত্য বলতে, ওয়াল্লাহি! এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি আমার মেয়েকে ঠিক সেভাবেই উঠিয়ে নিয়েছেন যেভাবে আমি চেয়েছিলাম। অথচ আমার শিক্ষাদীক্ষায় কতশত ভুল ছিল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। এখন কাজ শুধু এটুকুই যে, আগের ভুলগুলো কাটিয়ে ওঠে আমার বাকি সন্তানদের—সেসাথে অবশ্যই উম্মাহর সকল সন্তানদের—নতুন উদ্যমে গড়ে তোলা।

দুই. এই কথা বলার দ্বিতীয় কারণ হলো, পৃথিবীর সব মা-বাবাদের উৎসাহিত করা, তাদের সাহস জোগানো। যাতে তারা তাদের পূর্বের ভুলের কারণে হতাশ হয়ে না পড়েন। তারাও যেন জানতে পারেন, তাদের এই ভাই ভুল-সঠিক সব মিলিয়েই কাজ করেছিল কিন্তু আল্লাহ তাকে মোটেও হতাশ করেননি। আমার স্ত্রী—আল্লাহ তাকে তাওফীক দিন—সেও বেশ কিছু প্যারেন্টিংসংক্রান্ত কোর্স করেছে এবং এখনো করছে। আমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করি। তার প্রতি এই সুধারণা রাখি যে, তিনি আমাদের একনিষ্ঠতার দিকে থাকিয়ে ভুল ও পদস্খলনের সব ক্ষতি ও ঘাটতি পূরণ করে দেবেন।

প্রথম অধ্যায়

আপনার দায়িত্ব কি শুধুই সন্তানকে বড়ো করে তোলা?

[এই লেকচারটি শাইখের 'নারী সিরিজ' থেকে নেওয়া। পুরো লেকচার জুড়ে প্যারেন্টিংসংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ও ক্যারিয়ারপ্রেমী নারীদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর থাকায় আমরা লেকচারটি এতে অন্তর্ভুক্ত করেছি। এই পর্বে সন্তান পরিচর্যায় নারীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা হবে।—অনুবাদক]

শুরুর কথা

আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার দাসত্ব ও ইবাদাত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে। দাসত্ব বলতে সংক্ষিপ্ত কিছু রীতিনীতি নয়; বরং ব্যাপক অর্থের দাসত্ব। যে দাসত্ব জীবনের সকল ক্ষেত্রকে ঢেকে নেবে। আর এই দাসত্ব বাস্তবায়িত হয় শুধুমাত্র সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত মানুষদের মাধ্যমেই। মানুষের উদ্দেশ্যে ফেরেশতাদের সাজদা করানো এবং সমস্ত কিছুকে মানুষের অনুগত করে দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানবজাতির অত্যুচ্চ সম্মানের কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

> "আর তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আসমান ও জমিনের সমস্ত কিছুকে। নিশ্চয় যারা গভীরভাবে চিন্তা করে তাদের জন্য এতে রয়েছে বহু নিদর্শন।"[২]

সমস্ত কিছুকে সৃষ্টি করা হয়েছে আপনার জন্য। আপনারই সেবা করতে। যাতে আপনি আপনার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে পারেন। কী সেই উদ্দেশ্য? আগেই বলেছি সেই উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর দাসত্ব যথাযথভাবে আদায় করা। ব্যাপক অর্থের দাসত্ব।

এখন এই মহান লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হলে, সম্মান ও মর্যাদার গুণাবলি অর্জন করা আপনার জন্য আবশ্যক। এই গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমেই ইজ্জত ও শক্তির অধিকারী হওয়া সম্ভব, দুনিয়ার বুকে একজন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী রেখে যাওয়া সম্ভব। এ কারণেই মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

> "যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করবে সে তো নিজের মঙ্গলের জন্যই সৎপথ অবলম্বন করে।"[৩]

তাই এই অন্তরকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করলে নিজেরই উপকার। সেই সাথে চিরস্থায়ী জান্নাত তো রয়েছেই।

অপরদিকে যে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন থাকবে, নিজের চূড়ান্ত গন্তব্যকে ভুলতে বসবে সে এই সম্মান থেকে বঞ্চিত হবে।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ

> "আর তোমরা তাদের মতো হোয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে; ফলে আল্লাহ তাদের নিজেদের কথাই ভুলিয়ে দিয়েছেন।"[৪]

'তাদের নিজেদের কথাই ভুলিয়ে দিয়েছেন' এর অর্থ হলো : নিজ কল্যাণে কাজ

---

[২] সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ১৩।
[৩] সূরা ইউনুস: ১০৮।
[৪] সূরা হাশর ৫৯ : ১৯।

করার কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন, অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে ভুলিয়ে দিয়েছেন এবং সেই মহান উদ্দেশ্যকেই ভুলিয়ে দিয়েছেন যার কারণে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে!

*****

যখন সর্বদা আমার মানসপটে এই কথা গেঁথে থাকবে যে, আমার অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্য হলো : আল্লাহর দাসত্ব করা এবং পরকালে চিরসুখের জান্নাত হাসিল করা, তখন নিশ্চয় আমার সমস্ত কর্মকাণ্ড এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সংঘটিত হবে। এমনকি বিয়ে ও সন্তান জন্মদানের মতো স্বভাবজাত বিষয়গুলোও এই উদ্দেশ্য কেন্দ্র করেই পরিচালিত হবে।

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

"এবং যারা বলে, 'হে আমাদের রব, আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দান করুন যারা আমাদের চোখ শীতল করবে। আর আপনি আমাদের মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণ যোগ্য করুন।'"[৫]

এই সন্তানসন্ততি মুমিনের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে চক্ষু শীতলকারী হবে। বিপরীতে যারা আল্লাহকে ভুলে যাবে এই চক্ষু শীতলকারী বস্তুই তাদের জন্য আযাবে পরিণত হবে।

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُوْنَ ﴿٥٥﴾

"সুতরাং তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন আপনাকে মুগ্ধ না করে। আল্লাহ তো এসবের মাধ্যমে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে শাস্তি দিতে চান। আর তিনি চান, তাদের আত্মা যেন কাফির অবস্থায় দেহত্যাগ করে।"[৬]

মৃত্যুর পর সন্তানেরা আমার প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। হাদীসের ভাষ্যমতে তিনটি আমলের সাওয়াব বন্ধ হয় না। তার মধ্যে একটি হলো,

---

[৫] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭৪।

[৬] সূরা তাওবা, ৯ : ৫৫।

أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

"নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করবে।"[৭]

কিন্তু নেক সন্তানের পরিচয় কী? নেক সন্তান হলো সে, যার অন্তর মহৎ ও সম্মানিত। যাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে। আর সন্তান গড়ে তোলার এই প্রক্রিয়াকেই সহজ ভাষায় বলা হয় তারবিয়াত বা সন্তান প্রতিপালন (প্যারেন্টিং)।

*****

সমস্যা শুরু হয় তখন, যখন আমরা প্রায় সবকিছুতেই আল্লাহর দাসত্বের সেই মহান উদ্দেশ্যকে ভুলতে বসি। প্রিয় বোন, এই পর্বে আলোচনা হবে তারবিয়তের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে। তাই আজকের কথা আপনাকে ঘিরেই।

তারবিয়াত বা সন্তান প্রতিপালন হলো স্বামী-স্ত্রীর যৌথ দায়িত্ব। আচ্ছা, স্বামী যদি তার দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করে, অন্যমনস্ক থাকে, তখন? এর উত্তর আমরা দেবো। তার আগে বোন, আপনার উদ্দেশ্যে এখন কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

অধিকাংশ নারী যখন তারবিয়াত বা সন্তান প্রতিপালন শব্দটি শোনেন, তখন এটি তাদের অনুভূতিতে বড়োসড়ো কোনো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে না।—তারবিয়াত!? আমার সন্তান তো স্কুলে যায়। আমি তাকে তুলনামূলক নিরাপদ ও রক্ষণশীল স্কুলে ভর্তি করিয়েছি...! যেভাবে আমি বেড়ে উঠেছি সেও ঠিক সেভাবে বেড়ে উঠবে...! এরচেয়ে বেশি কী করার আছে আমার?!

আচ্ছা তা হলে আসুন, তারবিয়াত বলতে আসলে কী বুঝায় আমরা জেনে আসি। এরপর নাহয় ব্যাখ্যা করব আপনার সন্তান এই পরিবেশ কিংবা স্কুল থেকে তা যথাযথভাবে অর্জন করতে পারছে কি ন

[৭] মুসলিম, ১৬৩১।

তারবিয়াত কী? সন্তানদের গড়ে তোলার অর্থই-বা কী?

১. তারবিয়াত হলো : ইজ্জত-সম্মান, লাজুকতা, দয়া-মমতা, মানবিকতা, আত্মমর্যাদাবোধ, জুলুমের প্রতিরোধ, আল্লাহর জন্য ক্রোধ, ঈমানি আত্মমর্যাদাবোধ, সৎকাজে আদেশ দান, অসৎকাজে বাধা প্রদান, ব্যক্তিত্বের প্রভাব ইত্যাদি গুণের ওপর সন্তানদের গড়ে তোলা। বিভিন্ন উপায়ে আজকের পৃথিবীতে এই গুণগুলো ধ্বংস করার অপচেষ্টা চলছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, গণমাধ্যম, ফিল্ম, কার্টুন ও গেইমসের মাধ্যমে সুচিন্তিতভাবে লজ্জাশীলতাকে ধ্বংস করা হচ্ছে। যার ফলে শিশুমনে কঠোরতা ও সহিংসতা জন্ম নিচ্ছে।

২. সন্তানদের গড়ে তোলার অর্থ হলো : তাদেরকে চিন্তা-গবেষণার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া। কীভাবে সে সঠিক প্রশ্ন করবে, মনের ভাব ব্যক্ত করবে, বিকৃত ও সঠিক জ্ঞানের মাঝে পার্থক্য করবে, হঠাৎ উদিত হওয়া বিভিন্ন চিন্তার কীভাবে যথাযথ খণ্ডন করবে, বিভিন্ন তথ্য কীভাবে যাচাই করবে, কীভাবে সে দ্বীনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টিকারী ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করবে, তাদের প্রতারণা সম্পর্কে জ্ঞাত হবে ইত্যাদি বিষয় তাদের শিখিয়ে দেওয়া।

৩. তারবিয়াত হলো : নিজেকে আবিষ্কার করার পথে সন্তানদের সহযোগিতা করা। তাদের প্রতিভাকে সঠিক খাতে ব্যয় করা। সন্তানের সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এমন লক্ষ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গ দেওয়া। জীবনের যে উদ্দেশ্যই সে বেছে নিক না কেন, যেন উম্মাহর মর্যাদার সুদীর্ঘ অধ্যায়ে সেও অংশগ্রহণ করে। সন্তানদের এই বলে শিক্ষা দিন : "নিজের মতো হও। নিজেকে গ্রহণ করো। অন্যের ব্যক্তিত্বকে ধারণ করবে না। কাউকে যদি তুমি এমন কোনো কাজ করতে দেখো যা তুমি নিজে বাস্তবায়ন করতে পারো না, তখন নিজেকে ব্যর্থ ভাববে না। তোমার সাথে খাপ খায় না এমন কোনোকিছুকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করবে না। প্রত্যেকেরই নিজস্ব ব্যক্তিত্ব রয়েছে।" মনে রাখবেন, এসব কথা ছাড়া আপনার সন্তান কখনোই পরিতৃপ্ত ও সুখী হবে না।

৪. তারবিয়াত হলো : সন্তানদের নিকট অস্তিত্ববিষয়ক প্রশ্নগুলোর উত্তর স্পষ্ট করা। আমি কে? আমার সৃষ্টিকর্তা কে? আমার শেষ পরিণতি কী? আমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কী? আমি মুসলিম কেন? কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হওয়ার প্রমাণ কী?

নবি ﷺ-এর নুবুওয়াতের দলীল কী? যে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করে আমি সারাটি জীবন কাটাবো সেগুলো কীভাবে সংরক্ষিত হয়ে এসেছে? এরকমভাবে সন্তানদের দ্বীনের সমস্ত মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া।

৫. তারবিয়াত মানে এই নয় যে, কোনো ২২ বছর বয়সী যুবক ১৮ বছর বিভিন্ন স্কুল ও ইউনিভার্সিটিতে কাটিয়ে দেবে অথচ সে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর জানবে না। কীভাবে চিন্তা করতে হয় সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণা থাকবে না। একটি শব্দ তাকে তার প্রশ্নের উত্তর দেয় তো অন্য আরেকটি শব্দ তাকে ঈমানহারা করে ছাড়ে। নিম্নমানের কোনো একটি লেখা কিংবা ছোট্ট একটি ভিডিয়ো ক্লিপ খুব সহজে তার ঈমান হরণ করে নেয়! সঠিক চিন্তা-ভাবনা, বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা বা বৈজ্ঞানিক কোনো পর্যালোচনা ছাড়া সে খুব সরলভাবে তর্ক জুড়ে দেয়। এরপর নিজেকে কখনো শিক্ষিত, কখনো ইঞ্জিনিয়ার, কখনো ডাক্তার এমনকি কখনো-বা প্রফেসর হিসেবে পরিচয় দেয়!

৬. তারবিয়াত হলো : ইসলামি ইতিহাসের প্রকৃত বীরদের সাথে সন্তানদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। উম্মাহর বীরত্বের ইতিহাস তাদেরকে জানানো। যাতে তারা বুঝতে পারে, তাদেরও গভীর শেকড় রয়েছে। তখন তারা ব্যভিচারী, মাদকাসক্ত কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার বিভ্রান্ত সেলিব্রিটিদের পোশাক-আশাক, ছোটোবড়ো চুল এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পরিবর্তে উম্মাহর পরিচয়ে গর্ববোধ করবে।

৭. তারবিয়াত হলো : সন্তানদের প্রতিটি কাজে এই প্রশ্ন করতে অভ্যস্ত করে তোলা যে, আমি এই কাজটি কেন করব? মনে রাখবেন এই একটি প্রশ্ন তাকে অন্ধ অনুকরণ করা থেকে রক্ষা করবে।

৮. তারবিয়াত হলো : অনুপ্রবেশ করা বিভিন্ন মতাদর্শ সম্পর্কে সন্তানদের মধ্যে সতর্কতা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা। যাতে গণমাধ্যমগুলো মানসিকতা ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের যে অপচেষ্টা চালাচ্ছে তারা তা খুব সহজেই ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। আমার মনে পড়ে, আব্বাজান এরকম কিছু বিষয় থেকে সতর্ক করার উদ্দেশে আমাদের সাথে প্রায়ই আলোচনা করতেন। তার সেই আলোচনা আমাদের বেশ প্রভাবিত করেছিল, সঠিক পথ চিনে নিতে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিল।

৯. তারবিয়াত হলো : সন্তানদের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ তৈরি করে দেওয়া। সেটা দ্বীনি জ্ঞান হোক বা অন্যান্য জাগতিক জ্ঞান। তারা যেন বিভিন্ন বই ও সিরিজের

সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে রাখে। তাদের বলুন, 'উপকারী যত জ্ঞান রয়েছে, তা জানতে আগ্রহী হও, বেশ পরিশ্রম করো।' এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ইলেকট্রনিকস গেইমসে মগ্ন থাকা, অশ্লীল ভিডিয়োতে আসক্ত হওয়া এবং বিভিন্ন ইউটিউবারদের গুরুত্বহীন কথাবার্তা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে সক্ষম হবে। যখন পড়াশোনায় তাদের মন ও মস্তিষ্ক পরিপূর্ণরূপে ব্যস্ত থাকবে তখন এসব অনর্থক বিষয় তাদের স্পর্শও করতে পারবে না, তাদের সে সুযোগও হবে না।

১০. তারবিয়াত হলো : যুগের প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের প্রতি সন্তানদের মাঝে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। ফলে সে প্রভাব বিস্তারকারী একজন সফল মুসলিমে পরিণত হতে পারবে। টেকনোলজির ব্যবহার, অর্থ ব্যবস্থাপনা, আশ্বস্ত করতে পারা, নেতৃত্বে দেওয়া, দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা ইত্যাদি বিষয়ে তাকে দক্ষতা অর্জনে সহোযোগিতা করতে হবে।

১১. তারবিয়াত হলো : সন্তানের জন্য সৎসঙ্গের ব্যবস্থা করা। প্রিয় বোন, আপনার সন্তানের জন্য একজন উত্তম বন্ধু তালাশ করুন। এমনকি যদি প্রয়োজন পড়ে তা হলে বিভিন্ন দ্বীনদার ও শিক্ষিত অভিভাবকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন।

১২. তারবিয়াত হলো : সন্তানকে পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য শিখিয়ে দেওয়া। যেন সে ভাইয়ের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রাখে আর বোনের প্রতি হয় স্নেহশীল।

১৩. তারবিয়াত হলো : সন্তানদের দৃঢ়তা শিক্ষা দেওয়া। যেকোনো ধরনের ফলাফল গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত করা। জীবনে দুঃখ-কষ্ট যা আসবে তার মোকাবিলা করা এবং খারাপ ফলাফল সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেওয়ার শিক্ষা দেওয়া। তাদেরকে বুঝাতে হবে যে, তারা এখানে প্রশান্তি কিংবা নাজ-নিয়ামাতে ডুবে থাকতে আসেনি। এই দুনিয়া প্রতিদান পাওয়ার স্থান নয়, বরং পরীক্ষার স্থান।

১৪. তারবিয়াত হলো : সন্তানদের কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত করা। তাদের মাঝে কুরআন বুঝার সক্ষমতা এবং এর মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করার যোগ্যতা তৈরি করা। আর এটি তখনই সম্ভব হবে যখন তাদের ভেতর আরবির প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে দেওয়া যাবে।

১৫. তারবিয়াত হলো : সন্তানদের এই শিক্ষা দেওয়া যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলার

বিধান অনুসারেই মুমিন তার জীবন পরিচালনা করবে। এই বিধান ছাড়া অন্য কোনো সংবিধানকে যেন তারা স্বীকার না করে। বিশেষ করে এই সময়ে তাদেরকে আরও বেশি সচেতন করতে হবে, যখন দ্বীন বলতে কেবল নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ কতিপয় অনুষ্ঠান পালনকে বুঝানো হচ্ছে, যখন সম্মান ও মর্যাদা নির্ধারিত হচ্ছে জনগণের চাহিদা ও প্রবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে।

১৬. তারবিয়াত হলো : সন্তানের নিকট আল্লাহর একত্ববাদ, আল্লাহর সম্মান এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত করা। এই ভালোবাসা যেন সমস্ত ভালোবাসাকে হার মানায়। তাওহীদকে দূষিত করে এমন সব বিষয় থেকে তারা যেন নিজেদের রক্ষা করে চলে।

১৭. তারবিয়াত হলো : সন্তানের নিকট উম্মাহর পরিচয়কে বড়ো করে তোলা। যেন সে উম্মাহর বর্তমান অবস্থাকে গুরুত্বের সাথে দেখে। হতাশাকে ঝেড়ে ফেলে ইতিবাচক কাজ করতে সক্ষম হয়।

১৮. তারবিয়াত হলো : সন্তানদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। ভালোবাসা, আস্থা, গুরুত্ব ও সততার প্রমাণ দেওয়ার মাধ্যমেই এই সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। তাদের সকল সমস্যা মনোযোগ দিয়ে শোনার মাধ্যমে তাদের নৈকট্য অর্জন করতে হবে। এসব করা ছাড়া উপরিউক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব।

১৯. তারবিয়াত হলো : বয়সের প্রতিটি স্তরের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সন্তানদের পরিচিত করে তোলা। এই ক্ষেত্রে তাদের সাথে গল্প করা, খেলায় অংশ নেওয়া বা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নিয়ে তাদের নিকট ব্যাপারটি খোলাসা করা যেতে পারে।

২০. তারবিয়াত হলো : ব্যক্তিত্ব গঠনের পথে সন্তানদের সামনে যেসব জটিলতা বাধা হয়ে দাঁড়াবে সেগুলোর সমাধানে তাদেরকে সহযোগিতা করা। সেই সাথে তাদের শারীরিক রোগবালাইয়ের দিকেও খেয়াল রাখা জরুরি।

২১. তারবিয়াত হলো : সন্তানদের আদেশ দেওয়ার পূর্বে নিজে ইসলামে অভ্যস্ত হওয়া, শারীআতের প্রতিটি আমল পালন করা। ধীরে ধীরে তাদের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিণত হওয়া।

প্রিয় বোন, কুরআন তিলাওয়াতের সময় কিংবা রাসূল ﷺ-কে স্মরণ করার মুহূর্তে আপনার চোখ থেকে বেয়ে-পড়া অকৃত্রিম এক ফোঁটা অশ্রু সন্তানের হৃদয়ে যে প্রভাব সৃষ্টি করবে তা মাদরাসায় দেওয়া হাজারো পাঠকে হার মানাবে। স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে আপনার দৃঢ়তা অপেক্ষা সালাতের ব্যাপারে আপনার জিদের পরিমাণ যখন সে বেশি দেখতে পাবে তখন তার ভেতরে আপনাতেই আল্লাহর সম্মান তৈরি হবে, বাস্তব জীবনে সবকিছুর আগে আল্লাহর আদেশকে প্রাধান্য দিতে শিখবে। স্বামীর অনুপস্থিতিতেও আপনি যখন নিজ ভূমিকা পালন করতে থাকবেন তখন সন্তানেরা এ থেকে আল্লাহর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের কথা শিক্ষা পাবে। সোশ্যাল মিডিয়ার খণ্ড খণ্ড আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে আপনি যখন আপনার সন্তানদের সামনে নিয়মিত বই পড়তে থাকবেন তখন এটি তাদের মধ্যে পড়ার প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা তৈরি করবে। এরপর আপনার পুরো সময়টা আর তাদের শিক্ষা দেওয়ার পেছনে ব্যয় করতে হবে না।

সারকথা, তারবিয়াত হলো এমন একজন মানুষ তৈরি করা, যে একটি মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাঁচবে। কোন সে লক্ষ্য? লক্ষ্যটি হলো, নিজ জীবনে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণসাধনে ব্যাপক অর্থের দাসত্ব বাস্তবায়ন করা।

*****

প্রিয় বোন, এখন বুঝতে পেরেছেন তারবিয়াত কী? মানবগঠন বলতে আসলে কী বুঝায়? আপনি রাসূল ﷺ-এর এই বাণীর মর্মার্থ কী বুঝতে পেরেছেন :

وَهِيَ مَسْؤُوْلَةٌ عَنْ رَّعِيَّتِهَا

"নারী তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৮]

নবি ﷺ-এর এক ভয়ংকর হাদীস শুনুন; যা আপনাকে নিজ দায়িত্বের মহত্ত্ব জানান দেবে :

مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيْحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

"আল্লাহ যখন কোনো বান্দার নিকট কারও দায়িত্ব অর্পণ করেন, আর সে

[৮] বুখারি, ২৫৫৪; মুসলিম, ১৮২৯।

> কল্যাণকামিতার সাথে তা ঢেকে না নেয়, তা হলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।"[৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রকাশভঙ্গির প্রতি লক্ষ করুন, 'যদি কল্যাণকামিতার সাথে তা ঢেকে না নেয়।' আপনার প্রতি আদেশ হলো, সন্তানদের সবসময় কল্যাণকামিতার সাথে ঢেকে নেওয়া। এর অর্থ এই নয় যে, খুব বেশি উপদেশ আর সমালোচনায় তাদের ব্যস্ত করে রাখবেন। তখন আবার সন্তানদের ভেতর আপনার প্রতি বিরক্তভাব সৃষ্টি হবে। তা হলে তাদেরকে ঢেকে নেবেন কীভাবে? প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষার মাধ্যমে, প্রয়োজনের সময় বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে, ক্ষতি থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে, সর্বোপরি সবকিছুতে ভালোবাসা ও স্নেহ-যত্নের আশ্রয় নেওয়ার মাধ্যমে। তাদের ঢেকে নেবেন যাতে চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসা প্রবৃত্তি ও সংশয়ের তির তাদের আক্রান্ত করতে না পারে।

প্রিয় বোন, আপনিই সন্তানকে গড়ে তোলার অধিক উপযুক্ত। ব্যবহারিক আচরণের মাধ্যমে তাদের অন্তরে 'আমানত'কে পাকাপোক্ত করার ক্ষমতা আপনারই আছে। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

> أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِيْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ

> "প্রথমে মানুষের অন্তরের গভীরে 'আমানত' অবতীর্ণ হয়। তার পর তারা তা কুরআন থেকে শেখে, তার পর সুন্নাহ থেকে শেখে।"[১০]

আমানত কী? আমানত হলো, নিজের সাথে সততা। সন্তানের হৃদয়ে আপনি যদি এই আমানতকে পাকাপোক্ত করতে পারেন তখনই কেবল কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান তাদের কাজে আসবে। আর যদি তাদের ভেতর এর বীজ বুনতে সক্ষম না হন তা হলে কোনোকিছুই তাদের উপকার পৌঁছাবে না। নিফাকের স্রোতে ভেসে যাওয়া থেকে তাকে রক্ষা করা আর সম্ভবপর হয়ে উঠবে না।

সুফ্ইয়ান সাওরি ﷺ-কে তার মা বলেছিলেন : 'প্রিয় বৎস, ইলম অর্জন করতে থাকো। আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট। প্রিয় বৎস, যখন তুমি দশটি হাদীস লিখবে তখন নিজের দিকে তাকাবে। এগুলো তোমার হাঁটা-চলা, ধৈর্য ও গাম্ভীর্যে কোনো

[৯] বুখারি, ৭১৫০; মুসলিম, ১৪২।
[১০] বুখারি, ৬৪৯৭।

বৃদ্ধি ঘটিয়েছে কি না দেখবে। যদি দেখো তোমার কোনো পরিবর্তনই হয়নি, তা হলে জেনে নিয়ো, এই ইলম তোমার কেবল ক্ষতিই করেছে, কোনো উপকার করতে পারেনি।'[১১]

এই মহীয়সী মা সন্তানকে এই কথা বলেননি, এমন কিছু করো যাতে গৌরবে আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি। পাশের বাসার চাচাতো ভাইকে দেখো, তোমাকে কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। বরং তিনি বলেছিলেন, আমি চাই, তোমার ইলম যেন তোমার চরিত্রে প্রভাব ফেলে। মা তার সন্তানকে ইলমের আমানত শিখাতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ও ইমাম শাফিয়ি t ইয়াতীম অবস্থায় বেড়ে উঠেছিলেন। তাদের তারবিয়তের সবটুকু দায়িত্ব তাদের মায়েরাই আঞ্জাম দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তারাই তো হয়ে উঠেছিলেন, উম্মাহর ইলম ও আমলের নাবিক।

আপনিই এতসব খেয়াল রেখে তাদের যোগ্য করে গড়ে তোলার উপযুক্ত। কেননা তারা আপনারই সন্তান। শত স্কুল, ডে-কেয়ার, টিউটর আপনার বিকল্প হতে পারে না। অতএব ইসলাম যখন মাকে সম্মান দেয়, যখন তার পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত বলে ঘোষণা করে তখন এতে অবাক হবেন না। একজন মায়ের দায়িত্ব শুধু এটুকুই নয় যে, তিনি সন্তান প্রসব করে সন্তানকে কেবল রক্ত, গোশত আর হাড়ে বড়ো করে তুলবেন। মায়ের দায়িত্ব ব্যাপক। ওপরে বর্ণিত সবগুলো বিষয়ই তাকে খেয়াল রাখতে হয়, যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে হয়। ইসলাম মায়ের যে বিশাল মর্যাদা দিয়েছে তার একটি অন্যতম কারণ হলো মায়ের এই মহৎ দায়িত্ব পালন।

*****

সমাজে বেশ প্রচলিত একটি বাক্য হলো, 'তারবিয়াত শেখার কী আছে? এটাতে এত গুরুত্ব দিতে হবে না। সন্তান পরিচর্যা নিজ থেকেই তো শেখা হয়ে যায়।'

একদিকে তো এই কথা বলছি, অন্যদিকে সার্টিফিকেট অর্জনের পেছনে অন্তত পক্ষে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিশটি বসন্ত আমরা ব্যয় করছি। এমন দ্বিমুখী আচরণের কারণে আমাদের কাছ থেকে সন্তানদের নিকট একটি নেতিবাচক মেসেজ পৌঁছে। তারা

[১১] সফওয়াতুস সফওয়া: ২/১১০।